POLITICAL SCIENCE . SEMESTER-IV, CC-10.

মানবিক নিরাপত্তার ধারণা

বিশ্ব রাজনৈতিক এবং উন্নয়ন আলোচ্যসূচির একটি সমালোচনা মূলক অন্যতম উপাদান হলো মানবিক নিরাপত্তার ধারণা । দুটি বিষয়ের দ্বারা মানবিক নিরাপত্তা ধারণাটি ব্যাখ্যা করা দরকার। যথা -প্রথমতঃ ব্যক্তির নিরাপত্তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কৌশলগত উদ্বেগ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জাতীয় প্রতিরক্ষা আইন এবং শৃঙ্খলার নেয় সনাতন বিষয়ের দ্বারা সীমিত নয়। অন্যদিকে এই ধারণাটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিচার্য বিষয়ের দ্বারা বেষ্টিত বা মানুষকে বিপদ ও ভীতিমুক্ত জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। 1990 দশকের মধ্যভাগ থেকে মানবিক নিরাপত্তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশন(U.N.Commission for Human Security) বিশ্ব ব্যাংক এবং জাপান, যুক্তরাজ্য , কানাডা ও অন্যান্য দেশের জাতীয় সরকার মানবিক নিরাপত্তা ধারণাটির মুখ্য উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হয়। আন্তর্জাতিক সমাজ মানবিক নিরাপত্তা ধারণায় দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে যথা- 'ভীতি থেকে স্বাধীনতা' এবং 'অভাব থেকে স্বাধীনতা'।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কে বোঝানো হতো ।ঠান্ডা যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা বলতে বোঝানো হতো রাষ্ট্রের সম্মুখে প্রাপ্ত সম্ভাবনা সমূহ যার দ্বারা সামরিক আক্রমণ থেকে তারা তাদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ক্ষেত্রে এই ধারণাটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করেন বাস্তববাদী তাত্ত্বিকরা। তবে সাম্প্রতিক কালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটির বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। রাষ্ট্র - নিরাপত্তার সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় সমূহ যথা - আন্তর্জাতিক অপরাধ ও পরিবেশগত ক্ষতি সংযুক্ত হয়েছে। নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের মত বিমুর্ত ধারণা কে অতিক্রম করে মানুষ বা মনুষ্য গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

যখন থেকে মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো যে তাদের কল্যাণ বা তাদের অস্তিত্ব বা তাদের ধন-সম্পদ ব্যাপকভাবে বিপদ বা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তখন থেকেই মানবিক নিরাপত্তা ধারণাটি গুরুত্ব অর্জন করতে শুরু করলো।

ব্যক্তি নিরাপত্তা ধারণাটি নবজাগরণের যুগে ও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ধারণাটি উল্লেখ জেনেভা কনভেনশন (Geneva Conversation s) এবং 1864,1944, 1977 খ্রিস্টাব্দের অতিরিক্ত খসড়া চুক্তি(Protocals)-তে 1948 খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র 1982 খ্রিস্টাব্দের "Common Security " শীর্ষক'Palme Commission ' এর প্রতিবেদনে এবং 1987 খ্রিস্টাব্দের 'Brundtlend Commission ' - এর প্রতিবেদনে ও দেখতে পাওয়া যায়।

তবে মানবিক নিরাপত্তা একটি সুনির্দিষ্ট নতুন ধারণা হিসাবে 1994 খ্রিস্টাব্দে 'UNOP Human Development Report : New Dimension of Human Security ' নামেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয় 1999 খ্রিস্টাব্দে কানাডা ও নরওয়ের উদ্যোগে 'Human Security Network ' নামক 13 টি রাষ্ট্রের একটি সম্বন্ধযুক্ত Network প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বে মানবিক নিরাপত্তা ধারণাটি পেশ করা। সর্বপ্রথম মাটির ওপরে বা নিচে স্থাপিত শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্যের আধান মাইন বা নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান চালানো হয়। যার ফলে সূচিত হয় 1977 খ্রিস্টাব্দের " Ottowa Conventions " । 'Human Security Network ' হেগ (Hague) - এ আন্তর্জাতিক অপরাধ - সম্পর্কিত আদালত (International Criminal Court) স্থাপনের ব্যাপারে সমর্থন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য কাজ করেছে। এছাড়া মানবিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজ হচ্ছে । সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মানবিক নিরাপত্তা ধারণাটি কিছু রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ প্রবর্তিত করেছে । যা বিশ্বের মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণকে উন্নত করেছে। এই কারণে বলা যায় মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটির একটি স্বাধীন মূল্য আছে।